362

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 20 1999 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একুশের ভাবগম্ভীর পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখুন

—ঢাঃ বিঃ ভিসি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অমর একুশের ভাবগম্ভীর পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণ তথা সমগ্র দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। একুশের প্রাক্কালে গতকাল (শুক্রবার) তিনি এ আবেদন জানান। ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, মহান

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ঢা. বি. ভিসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একুশে ফেব্রুয়ারী সমাগত। এ দিবসটি একটি জাতীয় শোক দিবস। শহীদ দিবস বাঙ্গালী জাতির গৌরব। শহীদ দিবস স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা। বেশ কয়েক বছর যাবত এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের জনসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের যাবতীয় অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে পালন করে এসেছে। প্রতি বছরের মত এ বছরেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভারগম্ভীর পরিবেশে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শক্তিশালী 'অমর একুশে উদযাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

ভিসি বলেন, সর্বস্তরের জনগণ যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারেন সেজন্য শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সকলে যাতে নির্বিঘ্নে শহীদ মিনারের বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন— সে উদ্দেশ্যেই এই বেষ্টনীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য এবং ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

ভিসি মহান একুশে উপলক্ষে ক্যাম্পাসে নতুনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও চুনকাম করা দেয়ালসমূহে এবং ক্যাম্পাসের ৪টি প্রবেশ পথে স্থাপিত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বক্সে কিছু না লিখতে ও পোস্টার না লাগাতে ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলসমূহসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, অচিরেই ক্যাম্পাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানে কয়েকটি বিল বোর্ড স্থাপন করে দেয়া হবে।